তারিখ ..08 DEC 2015...
পৃষ্ঠা ..৪... কলাম... ২ ......

যুগান্তর

পাকা স্কুল ভবনে মমতাহীন কাঁচ

শতফুল ফুটতে দ

ড. মাহবুব উল্লাহ্

দৈনিক যুগান্তর গত ৬ ডিসেম্বর সংখ্যায় 'বেত্রাঘাতে শিশু শিক্ষার্থী আহত, এমন শিক্ষককে শিক্ষাঙ্গন থেকে দূরে রাখুন' শিরোনামে দ্বিতীয় প্রধান সম্পাদকীয় প্রকাশ করেছে। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছে, 'বরগুনায় তৃতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়নরত এক ছাত্রীকে পিটিয়ে জখম করে হাসপাতালে পাঠিয়েছে এক শিক্ষক এবং রংপুরের উলিপুরের একটি মাদ্রাসার ছাত্রকে হাত-পা বেঁধে পিটিয়ে আহত করেছে আরেক শিক্ষক। যদিও ক্লাসরুমে শিক্ষার্থীদের শারীরিক শাস্তি প্রদানের পুরনো নিয়ম এখন নিষিদ্ধ, তা সত্ত্বেও এর চর্চা যে অব্যাহত আছে, তা উপরোক্ত দুটি ঘটনা থেকেই বোঝা যায়। শিক্ষার্থী নিগ্রহের ঘটনা এখনও দেশের স্কুল-মাদ্রাসা-মক্তবে দোর্দণ্ড প্রতাপেই বিদ্যমান। যেন এটা শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ! বেত্রাঘাত মূলত নিকৃষ্ট শিক্ষকের অবলম্বন। ভালো শিক্ষকের অবলম্বন হচ্ছে পরিচর্যা।'

বাংলাদেশে বিগত দু'তিন দশকে শিক্ষার প্রসার ঘটেছে। এখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যেসব শিশুর পড়ার বয়স, তারা প্রায় সবাই স্কুলে যায়। শিক্ষার এই প্রসার মূলত সংখ্যাগত প্রসার, গুণগত নয়। বস্তুত বাংলাদেশের শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবীরা সবাই মনে করেন এদেশে শিক্ষার মান ভয়াবহ অবনতির মুখে। শিক্ষার মানে এই অবনতির ধারা শুধু প্রাথমিক স্তরেই সীমাবদ্ধ নয়, এই ধারা এখন শিক্ষার উচ্চতর সব স্তরে বিস্তার লাভ করেছে। এর ফলে দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে শঙ্কিত না হয়ে পারা যায় না। কারণ যারা আজকের শিক্ষার্থী তাদের কাঁধেই বর্তাবে দেশের ভবিষ্যৎ। জ্ঞান-বিজ্ঞানে অদক্ষ ও নৈপুণ্যহীন এই শিক্ষার্থীরা দেশের উন্নতির ধারা বহাল রাখতে পারবে কিনা সে বিষয়ে সবাই সন্দিহান।

শিক্ষার সংখ্যাগত বিস্তারের জন্য দেশের সরকারগুলো ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। এসব পদক্ষেপের সাফল্য হল স্কুলে যেতে অনিচ্ছুক অনেক শিক্ষার্থী স্কুলে যায় এবং তাদের মতোই অনিচ্ছুক পিতা-মাতা ও অভিভাবকরা তাদের সন্তান ও পোষ্যদের স্কুলে পাঠাচ্ছেন। অর্থনীতিবিদরা মনে করেন, অনুন্নত দেশ প্রধানত কৃষিপ্রধান। এসব দেশের কৃষক পিতা-মাতারা তাদের সন্তানকে স্কুলে পাঠানোর পরিবর্তে কৃষিসহায়ক কাজে লাগানোই পছন্দ করেন। তাদের ধারণা ছেলেমেয়ে স্কুলে গিয়ে লেখাপড়া শিখে অনিশ্চিত ভবিষ্যতে রোজগেরে হবে, তার চেয়ে ছেলেমেয়েদের কৃষিসহায়ক কাজে খাটিয়ে নগদ আয় বৃদ্ধিই শ্রেয়। অর্থাৎ সন্তানকে স্কুলে পাঠানোর একটি সুযোগ ব্যয় বা অপরচুনিটি কস্ট আছে। এই ব্যয়কে অতিক্রম করার জন্য ১৯৯১-৯৬ সালে খালেদা জিয়ার সরকার 'খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা' কর্মসূচি প্রবর্তন করেছিল। এছাড়া মেয়েদের জন্য স্কুলে গেলে স্টাইপেন্ডের ব্যবস্থাও চালু করা হয়েছিল। তৎকালীন সরকারের এই কর্মসূচি গ্রামাঞ্চলে বিপুল সাড়া ফেলেছিল। দলবেঁধে ছেলেমেয়েরা বই হাতে স্কুলে যাচ্ছে— এমন দৃশ্য গ্রামবাংলার চেহারা পাল্টে দিয়েছিল। এসব শিক্ষাবান্ধব কর্মসূচির ধারাবাহিকতায় পরবর্তীকালের সরকারগুলো বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, স্টাইপেন্ডের সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং মেয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য উচ্চতর স্তরে অবৈতনিক শিক্ষার প্রবর্তন ইত্যাদি কর্মসূচি শিক্ষার সংখ্যাগত প্রসারে ব্যাপক অবদান রাখে। শিক্ষার সংখ্যাগত প্রসারের জন্য বাংলাদেশ আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় শিক্ষার গুণগত মানে ভয়াবহ ধস নেমেছে।

শিক্ষার গুণগত মানের অবনতি সম্পর্কে নিজ অভিজ্ঞতার বর্ণনা করতে গিয়ে প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ প্রফেসর নুরুল ইসলাম এক বৈঠকি আলাপে ক্ষোভের সঙ্গে বলেছিলেন, তিনি দেখেছেন ষষ্ঠ শ্রেণীতে পাঠরত একটি মেয়ে শিক্ষার্থী নিজের নামটিও সঠিক বানানে লিখতে পারে না। তিনি আরও দুঃখ করে বললেন, এমন শিক্ষার জন্য অভিভাবক ও রাষ্ট্রের অর্থ বিনিয়োগের কী যুক্তি আছে? উল্লেখ্য, ওই বৈঠকে আমিও উপস্থিত ছিলাম। প্রফেসর নুরুল ইসলাম হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে পিএইচডি করেছিলেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন এবং তিনি আমারও শিক্ষক ছিলেন। তিনি পাকিস্তান ইন্সটিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট ইকোনমিক্সের চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের পরিকল্পনা কমিশনের প্রথম ডেপুটি চেয়ারম্যানের দায়িত্বও পালন করেন। বর্তমানে তিনি ওয়াশিংটনে International Food Policy recearch institute-এর অ্যামিরিটাস ফেলো। তার মতো প্রাজ্ঞ ব্যক্তির পর্যবেক্ষণকে উড়িয়ে দেয়া যায় না। শিক্ষার গুণগত মানে অবনতি রোধ করার জন্য কোনো কার্যকর পদক্ষেপ কোনো সরকার নিয়েছে বলে আমি অন্তত স্মরণ করতে পারি না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটারপ্রযুক্তি যুক্ত হলেই শিক্ষার মান নিজ থেকেই উন্নত হয়ে যায় না। শিক্ষার মানকে উন্নত করার জন্য প্রয়োজন নিবেদিতপ্রাণ দক্ষ শিক্ষক, যিনি শিক্ষার্থীদের পরম মমতায় গড়ে তুলবেন। শিক্ষককে ছাত্রছাত্রীরা ভালোবাসবে, শ্রদ্ধা করবে, সমীহ করবে কিন্তু ভয় করবে না। লেখাপড়াকে আনন্দময় করে তোলা এবং লেখাপড়ার প্রতি শিশু-কিশোর শিক্ষার্থীদের আগ্রহী করে তোলাই শিক্ষকের কাজ। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শাসন করবেন, কিন্তু সেই শাসনে স্নেহের মিশ্রণ থাকবে। শাসন যদি নিষ্ঠুর অত্যাচারে পর্যবসিত হয়, তাহলে শিশু-কিশোররা লেখাপড়ার প্রতি

দর্শন পৃথিবীর কোনো উন্নত দেশে এখন না। মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, শিশুরা পড়াশো স্বতোই আনন্দদায়ক বিষয় হিসেবে গ্রহণ শ্রেণীকক্ষ ও শ্রেণীকক্ষের বাইরে নানা অবলম্বন করা হয়। শিশুদের ক্ষেত্রে স্কুলেই পাঠ আত্মস্থকরণের পদ্ধতি উন্নত দেশগুলো ব্যবস্থায় শিশুদের পড়াশোনা নিয়ে মা-ব ঝামেলা পোহাতে হয় না এবং প্রাইভে প্রয়োজন হয় না। বাংলাদেশেও কেউ কে

শিক্ষকরা কেন ছাত্রছাত্রীদের ওপর নির্দয় আচরণ করবেন? তার জন্য টি ট্রেনিং কলেজ এবং প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ বিদ্যালয়ে শিক্ষক প্রশিক্ষণের ন হচ্ছে তাও অনুসন্ধান করে দেখতে হবে। আমাদের মিডিয়া অনেক অনুস প্রতিবেদন প্রকাশ করে। সেজন্য মিডিয়া প্রশংসাও পায়। আমি আশা করব এদেশে শিক্ষক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে কী ঘটছে তার ওপরও অনুসন্ধানী প্রতি প্রকাশের উদ্যোগ নেবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে অনিয়ম এবং অশিক্ষকসু কর্মকাণ্ড রোধ করতে স্কুল পরিদর্শনের ভূমিকা অপরিসীম। বাংলাদেশে স্কু পরিদর্শনের ভালো কোনো ব্যবস্থা এখন আর নেই। উপজেলা পর্যায়ে যে শি কর্মকর্তা রয়েছেন তারা স্কুল পরিদর্শনের কাজটি নিয়মিত করেন না বলে অভিযোগ আছে। এছাড়াও প্রয়োজনীয় লোকবলের অভাবে বিশালসংখ্যক স্কুলের পরিদর্শন চালু রাখা সম্ভব হচ্ছে না।

আকর্ষণ হারাবে। এসব শিশু-কিশোরের মধ্যে স্কুল কামাই করা ও স্কুল পালানোর অভ্যাস বৃদ্ধি পাবে। শিক্ষার প্রতি এমন অনাগ্রহী শিশু-কিশোররা কতটা গুণগত মানের দিক থেকে উন্নত শিক্ষা আয়ত্তকরবে, সে ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করার যথেষ্ট যুক্তি আছে।

একটা সময় ছিল যখন মনে করা হতো, Spare the rod, spoil the child— অর্থাৎসাজার দণ্ড পরিত্যাগ করলে শিশু গোল্লায় যায়। এই ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে গড়ে উঠেছিল ইটন ও হ্যারোর মতো ব্রিটেনের প্রসিদ্ধ গ্রামার স্কুলগুলো। এসব প্রতিষ্ঠানে রাজপরিবারসহ অভিজাত শ্রেণীর পরিবারের সন্তানরা পড়াশোনা করত কঠোর নিয়ম-শৃংখলাই ছিল এসব প্রতিষ্ঠানের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের সময়ে এদেশীয় অভিজাতরাও তাদের সন্তানদের পড়াশোনার জন্য ইটন ও হ্যারোতে পাঠাত। শিক্ষার সেই

শিক্ষা চালু করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। রাষ্ট্রীয় আ অভাবে এসব উদ্যোগ এগোতে পারেনি।

বাংলাদেশে স্কুল-কলেজগুলোতে ভালো পড়াশোনা সেটা প্রমাণের জন্য একটি দৃষ্টান্তই যথেষ্ট। এদেশে ও প্রাইভেট টিউশন যেভাবে ব্যাপকতা অর্জন করেছে প্রমাণিত হয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভালো পড়াশে না। হবেই বা কী করে? শিক্ষক নিয়োগে দলব বাণিজ্যিকীকরণের ফলে যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ প অযোগ্য ও অর্থের বিনিময়ে যারা শিক্ষকের পদমর্যা করেছে, তাদের দিয়ে উন্নতমানের শিক্ষা কীভাবে হবে প্রশ্নটি থেকেই যাচ্ছে।

যুগে যুগে শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তন ঘটেছে। প্রাচীন গুরু-শিষ্য পরম্পরা ব্যবস্থা চালু ছিল। গুরু যথাযথভাবে তুলবেন শিষ্যকে এবং শিষ্যও একদিন গুরুতে পরিণ

বিএনা
ন

আবু মোস্তফা, *রাজশাহী থেকে*

উত্তরের ১০ পৌরসভায় জোট তথা বিএন প্রার্থিতা প্রত্যাহার করবে না জামায়াত। দ ছাড়াই জামায়াত এই চার পৌরসভা দলীয়ভাবেই নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত নি স্বার্থে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বাংলাদেশ একাধিক কর্মপরিষদ ও পৌর নির্বাচন সংক্রান্ত গঠিত কমিটির একাধিক সদস্য এ তথ্য জানিয়েছেন। জামায়াত নেতারা বলেছেন উত্তরাঞ্চলের ১৭টি পৌরসভায় তারা প্রার্থী দিয়েছেন এবার। এই ১৭ পৌরসভার মধ্যে ২০১১ সালের পৌরসভা নির্বাচনে ৪টিতে জামায়াতের মেয়র প্রার্থীরা বিপুল এছাড়া অন্যগুলোতে জামায়াত প্রার্থীর সেসব পৌরসভায় এবারও জামায়াতে এমন আশা থেকেই সংশ্লিষ্টরা এমন দাবি সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্র জানায়, চলমা দেশের ৪৪টি পৌরসভায় জামায়াত স্ব এর মধ্যে উত্তরাঞ্চলের ১৭টি পৌর জামায়াতের প্রার্থীরা দলীয় নির্দেশে স্ব দাখিল করেছেন। এরই মধ্যে দলীয় প্রার্থীরা মাঠেও নেমে পড়েছে। পলাতক

আইন ও সালিশ কেন্দ্রের প্রতিবাদ

নারীদের প্রতীক বরাদ্দ ইসির সংকীর্ণ মনোভাবের প্রতিফলন

যুগান্তর রিপোর্ট

পৌর নির্বাচনে সংরক্ষিত নারী প্রার্থীদে জন্য প্রতীক বরাদ্দকে নারীর প্রতি নির্বাচ কমিশনের সনাতন, বৈষম্যমূলক সংকীর্ণ মনোভাবের প্রতিফলন ব আখ্যায়িত করেছে আইন ও সালিশ কে (আসক)। এ মনোভাবের তীব্র প্রতিব জানিয়ে প্রতীকগুলো পরিবর্তনের আহ্বান জানিয়েছে। সোমবার সংস্থ নির্বাহী পরিচালক সুলতানা কামাল এ বিবৃতিতে এ আহ্বান জানান।

বিবৃতিতে বলা হয়, আসন্ন পৌরস নির্বাচনে ও সংরক্ষিত নারী আস প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের চুড়ি, চকলে পুতুল, ফ্রক, কাঁচি, ভ্যানিটি ব্যা মৌমাছি, আঙ্গুর, গ্যাসের চু হারমোনিয়াম ইত্যাদি প্রতীক বরাদ্দ দে হয়েছে। এর আগে তিনটি সি কর্পোরেশন নির্বাচনের সময় এ গৃহস্থালি প্রতীক বরাদ্দ দেয়ায় ন প্রার্থীরা ক্ষুব্ধ হয়ে অভিযোগ এনেছিলে কারণ এ ধরনের প্রতীক ব নীতিনির্ধারকদের নারীর প্রতি সনা বৈষম্যমূলক ও সংকীর্ণ মনোভা প্রতিফলন ঘটায়। সে সময় পর

প্রতিফলন : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৪

হাজারীবাগ
নারী ধর্ষ
কাঁঠালি

যুগান্তর রিপোর্ট

রাজধানীর হাজারীবাগের বা আলমগীর নামে এক ব্যক্তির বি এক নারীকে ধর্ষণের অভি উঠেছে। ওই নারী নিজেই সোমব